সংবাদ

তারিখ 23 MAR 2016
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ২

সৈয়দপুরের বড়দহ সর. প্রা. স্কুল

২৮ বছর ধরে বিদ্যুৎ বঞ্চিত স্কুলের শিক্ষার্থীরা

প্রতিনিধি, সৈয়দপুর (নীলফামারী)

বোতলাগাড়ী ইউনিয়নের বড়দহ সরকারি প্রাইমারি স্কুল ভবন বিদ্যুৎতায়ন করা হলেও শিক্ষার্থীরা বিদ্যুৎ সুবিধা পাচ্ছে না। বিদ্যুৎ সংযোগ না মেলায় দীর্ঘ ২৮ বছর বিদ্যুৎহীন রয়েছে স্কুলটি। এ নিয়ে স্কুল কর্তৃপক্ষ আবেদন নিবেদন করলেও টনক নড়েনি পল্লী বিদ্যুৎ বিভাগের। এতে করে দুঃসহ গরমে দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে শিক্ষার্থীদের। জানা যায়, ১৯০৬ সালে বড়দহ সরকারি প্রাইমারি স্কুলটি প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই থেকে স্কুলটি শিশু শিক্ষায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। বিগত ১৯৮৭-৮৮ সালে স্কুলের জরাজীর্ণ অবকাঠামো ভেঙ্গে স্কুলটি পুনর্নির্মাণ করা হয়। এরপর নির্মাণ করা হয় স্কুলের একাডেমিক ভবনসহ অন্যান্য অবকাঠামো। এ সময় বিদ্যুৎ সংযোগের জন্য বিদ্যুতায়িত করা হয় স্কুল ভবন। শ্রেণি কক্ষে লাগানো হয় ফ্যান ও টিউব লাইট। কিন্তু পল্লী বিদ্যুৎ বিভাগ বিদ্যুতের সংযোগ না দেয়ায় এর সুবিধা পাচ্ছে না শিক্ষার্থীরা। বর্তমানে স্কুলে অধ্যয়ন করছে ২২৭ জন ছাত্র-ছাত্রী। কিন্তু স্কুল ভবনে বিদ্যুতের সংযোগ না থাকায় শিক্ষার্থীরা গরমে ভোগান্তির শিকার হচ্ছে। গরমে অতিষ্ঠ হয়ে হাত পাখা নিয়ে ক্লাস করতে হয় শিক্ষার্থীদের। এ দুরবস্থা বছরের পর বছর চললেও বিদ্যুৎ সমস্যার সুরাহা হচ্ছে না। অভিযোগ রয়েছে, পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি মাত্র একটি খুঁটি স্থাপন না করায় বিদ্যুৎ সংযোগ পাচ্ছে না স্কুলটি। অথচ একটি বৈদ্যুতিক খুঁটি স্থাপন করলে এর সমাধান সম্ভব। কিন্তু দীর্ঘ ২৮ বছর গত হলেও খুঁটি স্থাপনে উদ্যোগ নেয়নি পল্লী বিদ্যুৎ বিভাগ। এ নিয়ে স্কুল কর্তৃপক্ষ দৌড়ঝাপ করলেও টনক নড়েনি পল্লী বিদ্যুৎ বিভাগের। ফলে দীর্ঘ ২৮ বছর ধরে বিদ্যুৎহীন রয়েছে স্কুলটি। এনিয়ে কথা হলে স্কুলের পঞ্চম শ্রেণির ছাত্রী অনামিকা রানী সরকার, চতুর্থ শ্রেণির ছাত্রী মুক্তা ও তৃতীয় শ্রেণির ছাত্র তারিকুল জানায় গরমের সময় ক্লাস করা কষ্টকর হয়ে পড়ে। তীব্র গরম পড়লে ক্লাস করা যায় না, তখন ক্লাসের বাইরে অবস্থান করতে হয়। আমরা গরম থেকে বাঁচতে বাড়ি থেকে হাতপাখা নিয়ে আসি। স্কুলে বিদ্যুতের ব্যবস্থা বিদ্যমান থাকলেও আমরা এর সুবিধা পাচ্ছি না। কারণ বিদ্যুৎ সংযোগ নেই। তাই গরম এলে আমাদের স্কুলে আসতে মন চায় না। এ ব্যাপারে বড়দহ সরকারি প্রাইমারি স্কুলে প্রধান শিক্ষক অসিত কুমার মজুমদার ছাত্রছাত্রীদের কথা প্রতিধ্বনী করেন বলেন, একটি মাত্র বৈদ্যুতিক খুঁটি স্থাপন না হওয়ায় স্কুলটি বিদ্যুৎ সংযোগ পাচ্ছে না। এ নিয়ে দেনদরবার করা হলেও সাড়া মেলেনি পল্লী বিদ্যুৎ বিভাগের। ফলে বছরের বছর শিক্ষার্থীরা কষ্ট ভোগ করছে। তিনি শিক্ষার্থীদের স্বার্থে দ্রুত বিদ্যুৎ সংযোগ দিতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের উদ্যোগ নেয়ার আহ্বান জানান।